সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় মন্ত্রণালয় পরিচিতি	০১-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪৭-৬৭
তৃতীয় অধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬৮-৮২
চতুর্থ অধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮৩-৮৪
পঞ্চম অধ্যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৫-৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৭-৯২
সপ্তম অধ্যায় সেবা পরিদপ্তর	৯৩-৯৭
অষ্টম অধ্যায় ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৮
নবম অধ্যায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৯৯-১০১
দশম অধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১০২-১৫৪
একাদশ অধ্যায় রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)	১৫৫-১৬০
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)	১৬১-১৬৮
ত্রয়োদশ অধ্যায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট	১৬৯-১৭২
চতুর্দশ অধ্যায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট	১৭৩-১৭৯
পঞ্চদশ অধ্যায় সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance)	১৮০-১৮২

পঞ্চদশ অধ্যায়

সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা

ভূমিকা

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বে সরকার তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখানুযায়ী বাস্তবায়ন করে থাকে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার অর্থায়ন মূলত কর নির্ভর। সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা দুরূহ ব্যাপার। সরকার এ জন্য দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টরে অধিক অর্থায়নের উপায় নির্ধারণের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা খাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও সরবরাহের মধ্যকার ব্যবধান নিরসনের উপায় নির্ধারণের জন্য সম্পদের বিকল্প উৎস হিসেবে স্বাস্থ্য বীমা তথা স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

বীমা, স্বাস্থ্য বীমা এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা

ক. **বীমা :** বীমা হলো এক ধরনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-প্রাথমিকভাবে যা আকস্মিক ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়। বীমাকারী প্রতিষ্ঠান আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্র অংকের বীমার কিস্তি গ্রহণ করে বীমা গ্রহীতাকে তার আকস্মিক আর্থিক ক্ষতি প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

খ. **স্বাস্থ্য বীমা :** স্বাস্থ্য বীমা হলো এক ধরনের বীমা, যার মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করা হয়। স্বাস্থ্য খাতের সম্পদের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে স্বাস্থ্য বীমা সাম্প্রতিককালে বিকল্প অর্থায়নের অন্যতম একটি উৎস হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

গ. **সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা :** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে, সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা হচ্ছে- সবার স্বাস্থ্য ঝুঁকি একত্রীকরণের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন ও সেবা ব্যবস্থাপনার একটা পন্থা বিশেষ। এটি জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি একীভূতকরণের মাধ্যম, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের অংশগ্রহণকেও সমন্বিত করে (a form of financing and managing health care based on risk pooling. SHI pools both the health risks of the people on one hand, and the contributions of individuals, households, enterprises and the government on the other)

সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার প্রধান বৈশিষ্টসমূহ

- এটি আইন নিয়ন্ত্রিত এবং এখানে সদস্যদের নিয়মিত বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদান আবশ্যক
- যোগ্য সদস্যগণ কোনভাবেই এ স্কীমের আওতা বহির্ভূত হবেন না বা বাদ পড়বেন না
- সদস্যদের আয়ের উপর ভিত্তি করে বীমার কিস্তি নির্ধারিত হয়
- সুবিধা মোড়ক নির্দিষ্ট ও সীমিত মান অনুযায়ী এবং
- সদস্যদের চাঁদা/কিস্তি শুধু স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের জন্য পূর্ব-নির্ধারিত

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমার বর্তমান অবস্থা

১. সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা

বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্বকারী (Typical) সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার অস্থিত্ব নেই বললেই চলে তবে কিছু কার্যক্রম সরকারি পর্যায়ে চালু রয়েছে, সেগুলোকে সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ক. ESD প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (Primary)) হিসেবে এসেনসিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি (ESD) উপজেলা থেকে নিম্নপর্যায়ের সকল নাগরিককে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য খাতের ব্যয়ের আনুমানিক ৫৫%-৬০% টাকা এই ESD সেবা প্রদানের জন্য ব্যয় হয়। যা মূলত দরিদ্রবান্ধব। এই সেবার মাধ্যমে মূলত পল্লী এলাকার জনগণই অধিকতর উপকৃত হয়। অনুরূপভাবে সরকারি হাসপাতালগুলোতে মাধ্যমিক (Secondary) এবং তদূর্ধ্ব (Tertiary) পর্যায়ে প্রায় বিনামূল্যে সরকারি সেবা প্রদান করা হয় (বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)।

খ. বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারি পর্যায়ে কিছু স্কিম চালু রয়েছে যেগুলো সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা বা বেতনভূক্ত স্কিম (Pay-roll based scheme) হিসেবে গণ্য করা যায়, যেমন-

- কল্যাণ তহবিল (Benevolent Fund) : একজন সরকারি কর্মচারী এই স্কিমের আওতায় বহিঃবিভাগীয় সেবা (Outpatient Care)-এর জন্য ৮০০০/- টাকা এবং অন্তবিভাগীয় সেবার (Inpatienbt Care) জন্য ১৫০০০/- টাকা পর্যন্ত এই সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং এ সুযোগ একজনের পূর্ণ চাকুরী জীবনে তিনবার প্রদেয়। এ তহবিল গঠিত হয় সাধারণত : সরকারি কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক কিস্তি/চাঁদার (Compulsory Contribution) মাধ্যমে।
- সমন্বিত বিপর্যয় সেবা স্কীম (Comprehensive catastrophic care scheme) : ৩ কোটি টাকার একটি Special seed-money fund গঠনের মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল থেকে সরকার এই নতুন বেনিফিট স্কিম চালু করেন। একজন সরকারি কর্মচারী তার চাকুরি জীবনে এই স্কিমের আওতায় একবারের জন্য সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। সরকারের উপরোক্ত স্কিমগুলো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- তাছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের তাদের বেতনের সাথে প্রতিমাসে ৭০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এটি সরকারি হাসপাতালের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত স্কিমগুলো ছাড়াও সরকারের আরো কিছু কর্মসূচি রয়েছে যেগুলো সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা/সামাজিক বীমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

গ. চাহিদাভিত্তিক অর্থায়ন (Demand Side Financing) : মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য সরকার মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম (Maternal Health Voucher Scheme) চালু করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৬টি উপজেলায় এ স্কিম পরীক্ষামূলকভাবে চালু রয়েছে। এই স্কিমের আওতায় একজন গরিব গর্ভবতী মহিলা তিনটি প্রসবপূর্ব সেবা (Antenatal Care), স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব/সিজারিয়ান বাচ্চা প্রসব, ঔষধ, প্রসব পরবর্তী সেবা (Postnatal Care), নবজাতকের জন্য উপহার সামগ্রী ও যাতায়াত ভাতা প্রাপ্ত হন।

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net) : সরকার দুঃস্থ নারী ও পুরুষের জন্য দুঃস্থ লোকের উন্নয়ন (VGD), সীমিত আকারে বয়স্ক ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকার নিরাপত্তা বেষ্টনী স্কিম গ্রহণ করেছে-যেগুলোকে সামাজিক বীমা হিসেবে অভিহিত করা যায়।

প্রাইভেট স্বাস্থ্য বীমা (Private Health Insurance)

বাংলাদেশে খুব সীমিত আকারে প্রাইভেট স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালু রয়েছে- স্বাস্থ্য সেবা খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটা নগন্য। ডেলটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স, সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্সসহ কিছু বড় বড় বীমা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করে থাকে। তবে প্রাইভেট স্বাস্থ্য বীমার সদস্য হচ্ছে প্রদেয় উচ্চহারে বীমার কিস্তি এবং এর আওতায় সীমিত সংখ্যক জনগোষ্ঠী। এই স্কীম সাধারণত শহর এলাকার ফরমাল সেক্টরে কর্মরত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে পরিচালিত। শুধু তাই নয় বিপ্রতীপভাবে নির্বাচনের (adverse selection) কারণে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন গোষ্ঠী (high risk group) প্রায়শই এই স্কিম থেকে বাদ পড়ে যায়। আর বীমার উচ্চহারের কারণে দরিদ্র এবং স্বল্প-আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠী সচরাচর প্রাইভেট স্বাস্থ্য বীমার আওতাভুক্ত হতে পারে না।

কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য বীমা

বর্তমানে বাংলাদেশে স্বল্প পরিমাণ কমিউনিটিভিত্তিক স্কিম চালু রয়েছে- যেগুলো মূলত কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও এবং স্থানীয় হাসপাতাল দ্বারা পরিচালিত হয়। এনজিও এবং হাসপাতালগুলো প্রধানত নিজেরাই বীমা প্রদানকারী (insurer) এবং সেবা প্রদানকারী (service provider) হিসেবে কাজ করে। সীমিত পর্যায়ে এসব স্কীমগুলোর কিছু সফলতা থাকলেও স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক (মোট) অর্থায়নের ক্ষেত্রে এদের অবদান খুবই নগণ্য। বাংলাদেশে যেসব কমিউনিটি স্বাস্থ্য বীমা স্কিম চালু রয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল
- গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জিকে) হেলথ কেয়ার সিস্টেম
- গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচি
- সাজেদা ফাউন্ডেশন
- নারী উদ্যোগ কেন্দ্র ইত্যাদি।

কমিউনিটি স্বাস্থ্য বীমার একটা বিশেষ দিক হচ্ছে সমাজের বিত্তবান শ্রেণী এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হন না। ফলে ঝুঁকি একত্রীকরণের (risk pooling) বিষয়টি এখানে উপেক্ষিত হয়।

স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়টি সরকার দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছে। স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের উৎস ও উপায় নির্ধারণের জন্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি Strategic Plan for Health Population and Nutrition Sector Development Program- সহ বিভিন্ন দলিলে স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে। সরকার স্বাস্থ্য বীমা চালু করণের জন্য ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তারই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য বীমা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট জার্মান দাতা সংস্থা KFW-এর সহায়তায় স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের জন্য পাইলট (Piloting) চালু করার কাজ শুরু করেছে। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ইতোমধ্যে খসড়া সার্ভিস ডেলিভারি মডেল (SDM), সুবিধা মোড়ক (Benefit Package) প্রণয়নসহ অন্যান্য প্রারম্ভিক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। অন্যান্য দাতা সংস্থাকেও এই কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হবার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং ইতোমধ্যে Rockefeller Foundation এবং বিশ্ব ব্যাংক তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যাসমূহ

চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য-

- জনসংখ্যার অসমসত্ত গঠন (Heterogenous Population Structure) বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ৬% আনুষ্ঠানিক (Formal) সেক্টরে নিয়োজিত, অনানুষ্ঠানিক (Informal) সেক্টরে নিয়োজিত ৩৫%। আর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি (৫৫%) হচ্ছে শিশু এবং শিক্ষার্থী এবং ৪% অন্যান্য সেক্টরভুক্ত।
- জনগণের নিম্ন আয়
- বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে জ্ঞানের অস্বচ্ছতা
- ESD সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা যেখানে বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং সকলেই এ সুযোগের আওতায় সুবিধা পেয়ে থাকেন- সেখানে সংহতি (solidarity) ইস্যুতে স্বাস্থ্য বীমা প্রচলন সত্যিকার অর্থে দুরূহ বিষয়।

সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। কিছু কিছু সমস্যা নিম্নে তুলে ধরা হল-

- জনগণের বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির প্রকৃতি
- জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- অজ্ঞতা-যা কিনা সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

উপসংহার

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা তথা স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের পাইলট কার্যক্রম চালুকরণের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। বাংলাদেশের সীমিত সম্পদের কারণে উন্নততর ও গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সুদূরপ্রসারী। এশিয়ার উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসহ বিশ্বের সমুদয় উন্নত রাষ্ট্রসমূহে স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা চালুকরণের এখনই উপযুক্ত সময়। স্বাস্থ্য বীমা চালু করণের লক্ষ্যে সরকারকে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

বিষয়গুলো হল-

- স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কিত ধারণা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও অবহিতকরণের জন্য ব্যপক প্রচারণা চালানো
- পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে চলমান স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন ও বাংলাদেশে বাস্তবায়ন উপযোগী বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তকরণ
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে ব্যাপক সমীক্ষা/গবেষণা পরিচালনা
- দেশে বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি পর্যায়ে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় যেসব স্বাস্থ্য বীমা প্রচলিত রয়েছে বা উদ্ভব ঘটছে সেগুলো নিবিড়ভাবে মনিটর করা
- স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং
- সরকারের অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য বীমাকে বিবেচনা করা। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় নিছক ব্যয় নয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এটি বিনিয়োগও বটে।

সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক
এস এম আশরাফুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
সুভাষ চন্দ্র সরকার
উপসচিব (জনস্বাস্থ্য)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
ইফতেখার উদ্দিন খান
উপসচিব (হাসপাতাল)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
বেগম মাহমুদা আকতার
উপসচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
বেগম বদরুন্নেছা
উপসচিব (উন্নয়ন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোঃ হাবিবুর রহমান
উপসচিব (কার্যক্রম)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
বেগম কুলসুম বেগম
উপসচিব (পরিবার কল্যাণ)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
আবুদল গাফফার খান
উপসচিব (প্রশাসন-৫ অধিশাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোঃ হেলালউদ্দিন
উপ-প্রধান (পরিবার কল্যাণ)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
খালেদ শামসুল ইসলাম
উপ-প্রধান (মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য সচিব
মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার
উপসচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক
মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার
উপসচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খান
প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোঃ আবদুল মান্নান ইলিয়াস
উপসচিব (প্রশাসন-৪)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
এ ইউ এস এম সাইফুল্লাহ
উপসচিব (পার-৪ অধিশাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
ড. মোঃ আলফাজ হোসেন
উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোঃ সায়েদুল ইসলাম
উপসচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য-১ অধিশাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোঃ রমজান আলী
উপসচিব (হাস-১ অধিশাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোঃ মনিরুজ্জামান
উপসচিব (মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন অধিশাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
এ এইচ এম সফিকুজ্জামান
উপসচিব (হাস-২ অধিশাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
মোঃ সাইদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃংখলা-১)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
কাজী শফিকুল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রয় ও সরবরাহ শাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য
বেগম নুসরাত আইরিন
সিনিয়র সহকারী সচিব (পার-৫)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়